DEPARTMENT OF NARCOTICS CONTROL BANGLADESH
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন সংখ্যাঃ ৪৫ বর্ষঃ চতুর্থ সেপ্টেম্বর ২০০৮

ঢাকায় হেরোইন ফেন্সিডিলসহ ৯ জন গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপ–অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম গত ৩১ আগস্ট র‍্যাবের সহযোগিতায় উত্তরার ৬ নং সেক্টর, রোড নং-১২ শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক উত্তরা শাখার পশ্চিম পাশের রাস্তার উপর দাঁড়ানো ট্রাকে কার্টুন ভর্তি অবস্থায় ২০০০ বোতল ফেন্সিডিল, ৪৬০০ এ্যাম্পুল লুপিজেসিক ও টুনোজেসিক উদ্ধার করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে উত্তরা থানায় মামলা দায়ের করে। ঘটনার সাথে জড়িত আসামী মোঃ রফিক পলাতক রয়েছে। পৃথক অভিযানে ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের সদস্যরা গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখ দুপুরে কোতয়ালী থানাধীন সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল নৌ ফাঁড়ির সামনে অভিযান চালিয়ে ১০০ বোতল ফেন্সিডিলসহ (১) মঞ্জুরুল আলম (৪৫), (২) রতন ভৌমিক (৩২), (৩) বাদল (২৯) এবং (৪) ইকবাল (৩০) কে হাতে নাতে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদে মঞ্জুরুল আলম, পিতাঃ আঃ করিম, বিশনদী, চাঁদপুর জানায় সে রাশিয়ায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াশুনা করছে। তাছাড়া তার চাঁদপুরে ক্যাফে কারী হাউজ নামে একটি আধুনিক রেস্টুরেন্ট ও ঢাকায় শান্তিনগর ইষ্টার্ণ প্লাস মার্কেটের ৪র্থ তলায় হাইজিং ফাষ্টফুড নামে একটি ফাষ্টফুডের দোকান রয়েছে বলে জানা গেছে। সম্প্রতি তিনি অধিকতর মুনাফা লাভের আশায় ফেন্সিডিলের ব্যবসা শুরু করেছেন বলে জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে। অন্য তিনজন আসামী মঞ্জুরুলের ফেন্সিডিল ব্যবসার সহযোগী বলে জানা যায়। ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে যাত্রাবাড়ী থানাধীন মাতুয়াইল সাদ্দাম মার্কেটস্থ কল্পনা নার্সারী, বিশ্বরোড এর সামনে রাস্তার উপর অভিযান পরিচালনা করে ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) গ্রাম হেরোইনসহ (১) চাঁন বানু (৫৬) এবং (২) আব্দুল মালেক (৩৮) কে গ্রেফতার করে। এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। রুজুকৃত মামলাগুলো তদন্তাধীন রয়েছে।

উত্তরা হতে উদ্ধারকৃত ফেন্সিডিল, লুপিজেসিক ও টুনোজেসিক ইঞ্জেকশন।

উত্তরায় ১৪০০ বোতল ফেন্সিডিলসহ ৩ জন গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ–অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখ বিকেলে ঢাকার উত্তরা থানাধীন হাউজ বিল্ডিং মোড় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১৪ টি ট্রাভেলিং ব্যাগে ১০০ বোতল করে রক্ষিত মোট ১৪০০(এক হাজার চারশ) বোতল ফেন্সিডিলসহ (১) মোঃ শহিদুল ইসলাম (৩৩), পিতা-মৃত মজিবুল হক মুন্সী, স্থায়ী সাং- গোলবাগ, থানা- বাউফল, জেলা-পটুয়াখালী, হাল সাং-গাড়ীচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা, (২) মোঃ সোহাগ মিয়া(২৪), পিতা-আঃ করিম, স্থায়ী সাং-কড়িয়া, থানা-কচুয়া, জেলা-চাঁদপুর, হাল সাং-তুষারধারা, ভুইঘর, থানা-ফতুল্লা, জেলা-নারায়ণগঞ্জ এবং (৩) মানিক হোসেন (২৪), পিতা-মোসলেহ উদ্দীন, স্থায়ী সাং-গোলবাগ, থানা- বাউফল, জেলা-পটুয়াখালী, হাল সাং-তুষারধারা, ভুইঘর, থানা-ফতুল্লা, জেলা-নারায়ণগঞ্জ কে গ্রেফতার করে। এ সময় আসামীদের কাছ থেকে নগদ ২,০০০ টাকা এবং ২ টি মোবাইল সেট উদ্ধার করা হয়। ফেন্সিডিল পাচারের কাজে ব্যবহৃত ঢাকা মেট্রো ঘ-১১-৩৪৬৯ নম্বরধারী একটি জীপ গাড়িও উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে গাড়ীচালক শহিদুল ইসলাম জানায় উদ্ধারকৃত গাড়িটি নিয়ে সে যশোর সীমান্তে যায়। সেখান থেকে ফেনসিডিল নিয়ে ঢাকায় আসছিল। জীপ গাড়িতে বহন করা এক হাজার বোতল ফেনসিডিলের কিছু অংশ টিটিপাড়া বস্তি ও কিছু অংশ সায়েদাবাদের একটি বস্তিতে নামিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। জিজ্ঞাসাবাদে চালক শহিদুল আরো জানায়, এর আগেও সে কুষ্টিয়ার একটি ইটভাটা থেকে ফেনসিডিল এনে ঢাকায় সরবরাহ করে। এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাগুলো তদন্তাধীন রয়েছে।

“Do drugs control YOUR LIFE? Your Life. Your community. No place for drugs.”(মাদক কি আপনার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে? আপনার জীবন ও সমাজে মাদকের কোন স্থান নেই।).....

সম্পাদকের কথা

মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষা

বর্তমান সভ্যতার জন্য মাদকাসক্তি একটি মারাত্মক হুমকি। মাদকাসক্তির কারণে সমাজে বেড়ে যাচ্ছে বিভিন্ন রকমের সামাজিক অনাচার। ফলে বিশ্বের অপরাপর দেশের ন্যায় বাংলাদেশও সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। তাই মাদক সমস্যার মোকাবেলা করা এখন সময়ের দাবী। মাদকমুক্ত থাকার জন্য সমাজের প্রত্যেক মানুষকে মাদককে ঘৃণা করা ও মাদককে "না" বলার আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষার। কিন্তু পরিতাপের বিষয় বর্তমান সমাজে নৈতিক শিক্ষার বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষার পাশাপাশি ভালো নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষা ততটা গুরুত্ব পাচ্ছে না। অথচ আজকের সমাজে মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদির কথা চিন্তা করলে একথা পরিস্কার হয়ে উঠে যে, এসবের বিরুদ্ধে যে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা দরকার তার দায়িত্ব শুধুমাত্র বাবা-মাকে বা অভিভাবকদের দিলে চলবে না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও এ দায়িত্ব নিতে হবে। **Moral Values** বা নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা দিই এবং মাদকমুক্ত আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলি।

অবসর গ্রহণ

মাদকদব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বগুড়া উপ-অঞ্চলের পরিদর্শক জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান ২৯/০৬/০৮ তারিখে, সিলেট উপ-অঞ্চলের উচ্চমান সহকারী জনাব উষা রঞ্জন দাস ০১/০৯/০৮ তারিখে, রংপুর উপ-অঞ্চলের সিপাই জনাব খয়বর আলী মৃধা ০১/০৫/০৮ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর)-তে গমন করেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান ২৯/০৬/০৯ তারিখে, জনাব উষা রঞ্জন দাস ০১/০৯/০৯ তারিখে এবং জনাব খয়বর আলী মৃধা ০১/০৫/০৯ তারিখে সরকারি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার কর্তৃক আগস্ট/০৮ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার হিসেব নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নিগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৬৭২	৬৭২	-	৬৭২	-
পুলিশ	৯৮৩	৯৮০	৩	৯৮৩	-
বিডিআর	১৯	-	২	২	১৭
র‌্যাব	-	-	-	-	-
সর্বমোট	১৬৭৪	১৬৫২	৫	১৬৫৭	১৭

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

আগস্ট/০৮ মাসে সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ২৭১ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। আগস্ট/০৮ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৪০	১৫৬	১৯৬	৯০	১০৬
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	৯	৯	১৮	১৮	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	২	২	২	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	২	২	১	১
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৫	১৫	২০	৭	১৩
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	২১	১২	৩৩	১০	২৩
মোট	৭৫	১৯৬	২৭১	১২৮	১৪৩

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক আগস্ট/০৮ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১১১	১০৫
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪৬	৫৮
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩২	৩৯
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৬	১৬
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১০	১২
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১০	১০
৭	চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪১	৪০
৮	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	১৭	১০
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৩৮	৩৬
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৮	২৬
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৯	২৯
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৬	৩
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	১	১
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	৩	-
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	২৮	৩০
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	২৯	৩৭
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৪	১৬
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৫	৫
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	২	২
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৬২	৬৭
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	২১	২৪
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৭	১৭
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৮	৪১
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২২	২৭
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১২	২০
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	৫
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	১০	১৩
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৫	৫
	সর্বমোটঃ	৬৫১	৬৯৪

অধিদপ্তরের রুজুকৃত মামলার আলামত সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

অধিদপ্তরের আগস্ট/০৮ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	৮৬	৯৮	২.৯২৮৬ কেজি
গাঁজা	২৩৭	২৬৪	২৫৯.৫৭৯ কেজি
গাঁজা গাছ	১২	১০	১১৫ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৪৬	১৩৭	১৭৬৭ লিটার
বিদেশী মদ	৮	৫	৭৩ বোতল
বিয়ার	১	২	৩১ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৪	৫	৩৩.০০০৬ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৪	৬	৭৫ লিটার
ফেন্সিডিল	১০৫	১২২	১২২৫৯ বোতল
ফেন্সিডিল			১ লিটার
তাড়ী (টোডি)	২	১	২০ লিটার
পেথিডিন	২	৩	১৮ এ্যাম্পুল
টি.ডি জেসিক ইঞ্জেকশন	৩৬	৩৬	৬১৮৯ এ্যাম্পুল
জাওয়া	৩	৩	১২৭৫৮ লিটার
ইয়াবা ট্যাবলেট	৩	৪	৯০০ টি
রিকোডেক্স/কডোকপ সিরাপ	২	২	২২ বোতল
নগদ অর্থ			৮০,৭০০ টাকা
প্রাইভেট কার			২ টি
মোবাইল সেট			২২ টি
ট্রাক			৪ টি
বাস			১ টি
মোট	৬৫১	৬৯৪	

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে আগস্ট/০৮ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৮ হতে আগস্ট/০৮ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	আগস্ট/০৮ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৯,৯৫৯.৯৮ মেঃ টন	১৯৫.৮২৬ মেঃ টন	১১৬.৮৮৭ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	১০৮ মেঃ টন	৩৬ মেঃ টন
এসিটোন	৪,৫৬৮.৪১ মেঃ টন	২৩৯.৫২ মেঃ টন	১৬২.৭২ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,৩২১.২০ মেঃ টন	১১৯.৪৬ মেঃ টন	৫২.১৪ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৭৫ মেঃ টন	-	-

এ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া যারা প্রিকারসর কেমিক্যাল এর ব্যবসা পরিচালনা করছে তাদের সম্পর্কে পরিচালক (অপারেশনস) এর নিকট সংবাদ প্রদানের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যোগাযোগের জন্য টেলিফোন নং-৮৩১২২৪৯।

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চলভিত্তিক ২০০৭ সালের আগস্ট মাসের সাথে ২০০৮ সালের আগস্ট মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্র/নং	অঞ্চলের নাম	আগস্ট/০৭ (টাকা)	আগস্ট/০৮ (টাকা)
১।	ঢাকা অঞ্চল	৫৭,৮০,৪৫৯	৫৯,৭৩,৬০৩
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৭৫,৮৪,৫৩৬	৭৪,৮৮,০১৮
৩।	খুলনা অঞ্চল	২,৩১,৯৬,৭৫৪	২,৩৩,২৪,৪৭০
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৪৫,১৯,৫৫৭	৬১,০৯,৭১৪
	মোট	৪,১০,৮১,৩০৬	৪,২৮,৯৫,৮০৫

মাদক অপরাধের মামলা নিষ্পত্তি

উপ-অঞ্চলভিত্তিক আগস্ট/০৮ মাসে মাদক অপরাধ দমন সংক্রান্ত নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজাপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	আগস্ট/০৮ পর্যন্ত অনিষ্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	২০	২৬	৩৮২২
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	১৩	১৭	২৯১১
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	২	৩	১৯১৮
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৫	৫	৫৬৬
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১	১	৫০৫
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১	১	৪১২
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্টগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	-	-	২৩৩৬
৯	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	-	-	৬২২
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৬৭৫
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	-	-	১৫১৫
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	১	১	৫১০
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	২	২	১৯২
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	১৭
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৭৫
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	২	২	৪৮০
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	-	-	২৩৪২
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৪	৪	৯৯৬
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৫	৫	১১২৬
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১	১	৪২৯
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	১	১	১২৭
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৫	৫	২৭২
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	১০৪
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৯	১০	৩২৮০
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	৫	৫	১২২৩
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	৩	৩	১১৯১
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	১	১	২০৩৫
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৫	৭	১৫৩১
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৩১১
	সর্বমোটঃ	৮৬	১০০	৩১৫২৩

মাদক নিয়ে যুব সমাজের ভাবনা..........................

মাদকমুক্ত জাতি গঠনে পরিবারের ভূমিকা

ভূমিকাঃ কেন বুকফাটা কান্নায় আজ বাতাস ভারি হয় ? কেন আর্ত-হাহাকারে রাতের আঁধার আরও নিঃসঙ্গ, আরও বেদনার্ত হয়ে ওঠে ? কেন পরিবারে-পরিবারে আজ অকাল শোকের ছায়া ? শ্মশানের হাহাকার ? কি সেই ভয়াবহ বিভীষিকা, যা মায়ের বুক থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নেয় চিরতরে ? কে আজ প্রায় পরিবারেই ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে ? হ্যাঁ, আজ আমরা এমনই এক রুঢ়, নিষ্ঠুর সময়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি, যে সময়ে সেই ভয়াল বিভীষিকার করাল গ্রাসে আমরা জর্জরিত। সেই ভয়ঙ্কর বিভীষিকা হল 'নেশা'; মাদকের প্রতি নেশা। এই ভয়াল নেশার ছোবলে আজ পর্যুদস্ত হাজার হাজার তরুণ-তরুণী, যুবক, বৃদ্ধ এমনকি শিশু কিশোরেরাও। এই বিভীষিকাকে ভয় পেলে চলবে না। কঠোর, দৃপ্ত, দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালে আমরাও পারব একে প্রতিহত করতে। আর এই প্রতিহত করার অভিযানে পরিবার রাখতে পারে এক অনবদ্য ভূমিকা।

মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে পরিবারের ভূমিকাঃ আমরা সবাই একটি সমাজে বসবাস করি। এই সমাজে আমরা জন্ম নিই, বেড়ে উঠি, অবদান রাখি, অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হই। আমাদের আচার-আচরণ, বেড়ে ওঠা প্রভৃতি মূলতঃ আমাদের পরিবারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। আমাদের এই সমাজ আজ মাদকাসক্তি নামক বিভীষিকার করাল গ্রাসে আক্রান্ত। পরিবার সমাজের একটি ক্ষুদ্রতম একক। তাই সমাজের এই সমস্যাকে প্রতিরোধ করতে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবারের ভূমিকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আমরা নিচে আলোকপাত করব।

পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করাঃ একটি শিশু, কিশোর অথবা তরুণ তখনই মাদকাসক্ত হয় যখন তার পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যায়, পরিবারে সৃষ্টি হয় অশান্তির। পরিবারে যখন পিতা-মাতা ঝগড়া করে তখন সন্তান-সন্ততিরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় তারা মানসিক প্রশান্তির আশায় নেশার দিকে ঝুঁকে পড়ে। সন্তান-সন্ততিদের নেশা থেকে দুরে রাখতে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে। পরিবারে পিতা-মাতা-সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে গভীর ভালবাসা থাকলে, পরস্পরের সম্পর্ক খুব নিবিড় হলে সন্তান-সন্ততি মানসিকভাবে প্রফুল্ল থাকে। এতে তারা মাদকাসক্ত হওয়ায় সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

শিশু-কিশোরদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার বিকাশ ঘটানোঃ পারিবারিকভাবে শিশু-কিশোরকে ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ পথের সাথে পরিচিত করতে হবে। সকল প্রকার খারাপ কাজ, বদ অভ্যাস থেকে বিরত থাকার মানসিকতা বাল্যকাল থেকে গড়ে তুলতে হবে। এভাবে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে শিশু কিশোরদের নেশা থেকে দুরে রাখা যাবে।

মাদকাসক্তি সম্পর্কে সচেতন করাঃ পরিবারের প্রধানের উচিত সকল ছেলে-মেয়েকে মাদকদ্রব্য সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা দেয়া। যাতে এ সকল অস্পৃশ্য বস্তুর প্রতি তাদের আগ্রহ কমে যায়। নতুবা তারা শুধুমাত্র জানার কৌতুহল বশতঃ গ্রহন করে আসক্ত হয়ে পড়তে পারে। মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে ছেলে-মেয়েকে অবহিত করতে হবে। এতে তারা মাদক থেকে দুরে থাকবে। → (চলবে)।

-রচনায়ঃ এ, কে, এম, সোহেল রানা, পিতা মরহুম মোঃ আব্দুল মতলিব, ১৮, বসুন্ধরা, কলেজ রোড, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার (মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০০৮ উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় "ক" গ্রুপে ১ম স্থান অধিকারী)।

হেরোইনসহ উদ্ধারকৃত প্লাস্টিকের পাখি।

প্লাস্টিকের পাখির পেটের ভিতর হতে হেরোইন উদ্ধার

গত ১০ আগস্ট ২০০৮ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা উপ-অঞ্চলের নরসিংদী সার্কেল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে প্লাস্টিকের পাখির পেটের ভিতর হেরোইনের পোটলাসহ সাগর নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে। রাজশাহী জেলার মতিহার থানার তাংগুল গ্রামের নাজির উদ্দিনের পুত্র রফিকুল ইসলাম সাগর নরসিংদী শহরের ব্রাক্ষণপাড়া মহল্লায় সস্ত্রীক বসবাস করে হেরোইনের ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে বলে জানা যায়। অধিদপ্তরের সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সাগরের ঘরে তল্লাশি চালিয়ে একটি সুন্দর প্লাস্টিকের পাখির সন্ধান পায়। পাখিটি হাতে নিয়ে ওজন বেশী মনে হওয়ায় তারা পাখিটির লেজের দিক থেকে টান দিলে সংযোগ বাটন খুলে যায়। সাথে সাথেই পেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে ৩০ গ্রাম ওজনের হেরোইনের পোটলা। এসময় সাগরের স্ত্রী জোছনা পালিয়ে যায়।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

আগস্ট/০৮ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	কর্মসূচীর নাম	সংখ্যা ২০০৮ সাল	
		আগস্ট	জানুঃ-আগস্ট
১।	মাইকিং কর্মসূচী-	১২ টি	১২৮ টি
২।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক সভা	-	৯ টি
৩।	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা-	৫৬২ টি	৪২২৯ টি
৪।	অভিযানকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম-	৭ টি	১৬২ টি
৫।	শ্রেণী বক্তৃতা-	১৪ টি	৯৮ টি
৬।	পোস্টার বিতরণ-	৩০ টি	২৩২০ টি
৭।	লিফলেট বিতরণ-	৩০ টি	৯৪৩৩০ টি
৮।	স্টিকার বিতরণ-	৪০ টি	২০৮৫০ টি
৯।	সুভ্যেনির বিতরণ-	-	৯৩৪ টি
১০।	বুলেটিন বিতরণ -	৪০০ টি	২৭০০ টি
১১।	সেমিনার/ওয়ার্কশপ-	-	১ টি
১২।	মাদকবিরোধী ফিল্ম প্রদর্শন-	১ টি	৭ টি
১৩।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচী-	৫ টি	২০ টি
১৪।	অন্যান্য কর্মসূচী-	৩ টি	২৮ টি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ওয়েজ আর্নার্স হোস্টেল ভবন (লেভেল-৮), ৭১-৭২,পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।